ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন

সার-সংক্ষেপ

জানুয়ারি ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
গোলাম মহিউদ্দিন, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিএফজি, টিআইবি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এবং তথ্যপ্রদানকারীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবির সিএফজির সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জাকির হোসেন খান এবং তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য ইন্টার্ন সাদিয়া সুলতানা ও মেহেদী হাসান, ইয়েস সদস্য নূরুস সাফা মানিক, মো. হুমায়ুন কবির, মুশফিকুর রহমান, আসমাউল আসিফ আকন্দ, মো. জসিম উদ্দীন ও মো. আল আমিন এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২;ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষ দেশগুলোর একটি। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, লবণাক্ততা, খরা, টর্নেডো ইত্যাদি নানা দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু পবিরবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যাগগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি ও কার্যক্রম (নাপা) ২০০৫ প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ (২০০৯); বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ প্রণয়ন; বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) ২০০৯ গঠন; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন; এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ) ২০১০ গঠন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ১০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সেগুলোর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন তিনটি, পৌরসভা ৯১টি, এবং জেলা পরিষদ ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পসমূহের বাজেট ৩৫৩.৯৬ কোটি টাকা। বিসিসিএসএপি'তে নির্ধারিত ছয়টি থিম বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এর অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। উল্লেখ্য, এসকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলো চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদকে বিসিসিটেএফ-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয় নি।

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত এ গবেষণাটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্র ও গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু তহবিল থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে সুশাসন সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। পরিশেষে, টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম বিষয় স্থানীয় সরকার এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং এর মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই খাতসমূহে সুশাসন ত্বরান্বিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্ন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

ক. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত বিসিসিটিএফ প্রকল্পসমূহে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো কি কি?

খ. সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার কারণ এবং প্রভাব কি কি?

ওপরের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ গবেষণায় বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পসমূহের তিনটি পর্যায় অর্থাৎ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে গবেষণার আওতা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এ গবেষণার আওতাভুক্ত। অ্যাকাডেমিক গবেষণা ও নিবন্ধে অনুসৃত সুশাসনের আটটি সূচকের (যৌক্তিকতা, ন্যায্য বণ্টন, সংগতি, জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, কার্য-সম্পাদন দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার) আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণার তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত পদ্ধতির পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার জন্য মোট ছয়টি প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানভেদে জলবায়ু ঝুঁকিপূণ© অঞ্চল, বিসিসিএসএপি-তে নির্ধারিত থিম বা বিষয়বস্তু, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধরন, বাস্তবায়নকাল ও বাজেটের আকার বিবেচনায় রেখে প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। পৌরসভার মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৯১টি প্রকল্প থেকে চারটি, জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে একটি এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচন করা হয়েছে।

এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), কমিউনিটি স্কোর কার্ড, সামাজিক মানচিত্র, এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, জনপ্রতিনিধি, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা, ঠিকাদার, মিস্ত্রি এবং প্রকল্পের উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সাথে করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি,

নীতিমালা, নির্দেশিকা বিশেষ করে বিসিসিএসএপি ২০০৯; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০; প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা, ২০১২; সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৮ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি পরিপত্র, প্রকল্প প্রস্তাবনা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, বিসিসিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিশ্লেষণ কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চথেকে শুরু করে ২০১৬ এর নভেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। গবেষণায় বিবেচ্য সময় হলো ২০০৯-১০ থেকে শুরু করে ২০১৫-১৬ অর্থবছর।

২. প্রকল্পসমূহে সুশাসনের চিত্র

২.১ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

গবেষণার জন্য নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পে প্রণয়ন পর্যায়ে প্রাপ্ত অন্যতম একটি শক্তিশালী দিক হলো:

ছয়টির মধ্যে দু'টি প্রকল্পে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় অগতানুগতিক বা ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ: ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ এবং স্বল্প দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়িত প্রকল্পটি বাকি প্রকল্পগলোর তুলনায় ভিন্নধর্মী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ বাকি প্রকল্পগুলো গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পে প্রণয়ন পর্যায়ে প্রাপ্ত দুর্বল দিকসমূহ হলো:

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরূপণ না করে প্রকল্প প্রণয়ন: গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করেই প্রস্তাবনা তৈরি করে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে পেশ করে। আরও দেখা গেছে যে, প্রস্তাবনায় উল্লেখিত চাহিদা ও বিপদাপন্নতা এবং প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল মূল্যায়ন না করেই অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকল্প কর্মসূচি এবং বাজেট কমানোর তাগিদ দেয় এবং সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান এবং জলবায়ু সহিষ্ণু মডেল তৈরিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সীমিত সম্পদ দিয়ে বেশি এলাকা অন্তভু©ক্ত করাকে প্রাধান্য দেয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রকল্প প্রণয়নে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা: গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু পরিবত©নজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জনগণের চাহিদা নিরূপণ করা হয় না। ফলে ছয়টি প্রকল্পের কোনোটিতেই প্রকল্প প্রণয়নকালে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র (জেলা পরিষদের

ক্ষেত্রে প্রশাসক ও প্রধান নিবাহী কমকতা), ও প্রকৌশলীর ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয় নি।

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বাস্তব সমস্যার সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়া: গবেষণার আওতাধীন বেশিরভাগ প্রকল্পে জলবদ্ধতাকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চারটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য জলাভূমি ভরাট মূল কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা সংকটও জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ব্যক্তিগত বা দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রকল্প অনুমোদন প্রাপ্তি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড বা কারিগরি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং দলীয় রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে।

বিসিসিটি তহবিলকে অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট সীমিত হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক বিসিসিটি তহবিলকে অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অনুমোদন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজ অবকাঠামো নির্মাণ। জলবায়ু তহবিলের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং গতানুগতিক কাজের জন্যই প্রকল্প প্রণয়ন করে বলে এ গবেষণায় উঠে এসেছে। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিসিসিএসএপি, ২০০৯ এ ছয়টি থিম বা বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে: (১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; (৩) অবকাঠামো উন্নয়ন; (৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; (৫) প্রশমন ও সীমিত কার্বন নিঃসরণ; এবং (৬) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। গবেষণায় বিবেচ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত । এছাড়া বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৪২ ভাগই অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত।

সম্ভাব্যতা যাচাই না করেই প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন: একটি প্রকল্পে দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘরের উপরের অংশে শক্ত জায়গা বা তাকের প্রয়োজন হলেও তা ঘরের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া অপর একটি প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টের জন্যে বসতবাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল। প্রস্তাবনা অনুযায়ী আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বাড়িগুলো থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু স্থানীয় জনগণ তাতে আগ্রহী হয়নি। এছাড়া এলাকায় কী কী বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা নিয়ে কোনো পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে বর্জ্য প্লান্টে জৈব সার তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও তা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

২.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের কিছু শক্তিশালী দিক তুলে ধরা হলো:

দু'টি প্রকল্পে বাস্তবায়ন এলাকায় তথ্যের উন্মুক্ততা: নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে দু'টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকৃত এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য যেমন- বাজেট, বাস্তবায়নকৃত স্কিমের নাম উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তিনটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ: ছয়টির মধ্যে তিনটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের মিল লক্ষ করা গেছে।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের দুর্বল দিকসমূহ হলো:

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়নি। ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে দু'টিতে তথ্য বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হলেও একটিতে বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার পর বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়া বিসিসিটি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকল্প সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নথি বা তথ্য নেই। বিসিসিটি ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা থাকলেও প্রকল্প সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের অসংগতি: একটি প্রকল্পে চারটি স্কিম বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করলেও বাস্তবে তিনটি স্কিম বাস্তবায়নের প্রমাণ মিলেছে। অপর একটি প্রকল্পে ভূমিধ্বসপ্রবণ এলাকায় ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সুরক্ষা প্রাচীর তৈরির কথা বলা হলেও মূলত পৌরসভা রক্ষার জন্য প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। অপর একটি প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবত©ন করে অন্য একটি সংস্থার মাধ্যমে নদী খনন যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া অপর একটি প্রকল্পে জমির মালিকের সাথে আলোচনা না করে নকশা প্রণয়ন করায় বিরোধ তৈরি হয় এবং ড্রেন নির্মাণ কাজের পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করেই প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বৈততা পরিহার না করা: জলবায়ু পরিবত©ন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুসারে জলবায়ু প্রকল্পের সাথে অন্য প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহারের নির্দেশ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে জলবায়ু প্রকল্পের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পে জলবায়ু তহবিলের অর্থে অন্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অর্থাৎ পৌরসভার একটি অসমাপ্ত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত ঠিকাদার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বলতে পারেননি। তারা নোটিস এবং মৌখিকভাবে দরপত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বলে

উল্লেখ করলেও তারা পত্রিকা বা বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি দেখাতে সক্ষম হননি। এছাড়া কোনো প্রকল্পেই ই-টেন্ডার অনুসরণ করা হয় নি।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র ও প্রকৌশলী কর্তৃক তাদের পরিচিত এমনকি আত্মীয় ও বন্ধুদের এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ঠিকাদার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়েও ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা উপেক্ষা করে তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্বাচন: অনেক ক্ষেত্রেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। একটি প্রকল্পে ভূমিধ্বসপ্রবণ এলাকায় ঝুঁকি হ্রাস না করে পৌরসভা রক্ষার জন্য প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। আরেকটি প্রকল্পে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ: সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এমন একটি প্রকল্পে দরিদ্র ও যোগ্য উপকারভোগী বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে তুলনামূলক স্বচ্ছল উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে যাদের অনেকের পাকা বাড়ি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার লক্ষিত উপকারভোগীর বাইরেও দুর্যোগ সহনশীল ঘর প্রদানের নামে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্বাচিত প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের ওপর ব্যয়ের বোঝা অর্পণ: ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীরা ১০,০০০-৮০,০০০ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদেরকে মিস্ত্রিদের আপ্যায়ন, রড-সিমেন্ট ক্রয়ের জন্য আংশিক খরচ এমনকি নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের খরচও বহন করতে হয়েছে যদিও প্রকল্প প্রস্তাবনায় এ ধরনের ব্যয় বহনের বিধান বা সুযোগ ছিল না।

দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব অন্য বিভাগে হস্তান্তর: একটি প্রকল্পে নদীখনন যন্ত্র ক্রয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দের পরও নবনির্বাচিত মেয়র বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থিত হওয়ায় প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করে অন্য প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কর ও মূসক ফাঁকি দেওয়ার জন্য নামসর্বস্ব ঠিকাদার নির্বাচন: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি, ১৯০০ অনুযায়ী আদিবাসীরা করের আওতামুক্ত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রকল্পে কর ও মূসক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাগজে কলমে আদিবাসী ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে বাঙালী ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিরোধপূর্ণ জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন: একটি প্রকল্পে জেলা পরিষদের অনুমতি না নিয়ে পরিষদের জমিতে পৌরসভা কর্তৃক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিষদ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তাদের কাজ পরিচালনা করছেন।

২.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে যেসব শক্তিশালী দিক গবেষণায় উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নরূপ:

সকল প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম বিসিসিটি কর্তৃক পরিদর্শন: নির্দেশিকা অনুসারে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রথম কিস্তি অনুমোদনের পূর্বে বিসিসিটি কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করার নিয়ম। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিসিসিটি প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজটি প্রত্যেকটি প্রকল্পেই সম্পন্ন করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন: নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন না করলে চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধ করার বিধান নেই। ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সকল প্রকল্প পরিদর্শন করে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়ন: তথ্য সংগ্রহকালে ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্যায়ে দুর্বল দিকসমূহ নিম্নরূপ:

বিসিসিটি কর্তৃক গুণগত পরিবীক্ষণের ঘাটতি: প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিসিসিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করলেও পরবর্তীতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণগত তথ্যের ওপর নির্ভর করে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে।

পরিবীক্ষণের সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কায©করভাবে সম্পৃক্ত না করা: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার কোনো উদাহরণ দেখা যায়নি।

অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা না থাকা: প্রকল্পের গুণগত মান সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা দেখা যায়নি। দু'টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্য বোর্ড স্থাপন করা হলেও সেগুলোতে অভিযোগ জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা ফোন নম্বর উল্লেখ ছিল না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়রা নিজেরাই জনপ্রতিনিধিদেরকে তাদের এলাকায় পেয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়া অন্য কাউন্সিলরদেরকে সম্পৃক্ত না করা: কোনো প্রকল্পেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়া অন্য কাউন্সিলরদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকিতে সম্পৃক্ত করা হয় নি।

বাস্তবায়নকালে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পরিবীক্ষণের ঘাটতি: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

বেশিরভাগ বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে ঘাটতি: গবেষণায় অন্তভুক্ত বাস্তবায়নকৃত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দু'টি প্রকল্পই বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নি।

ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত পাঁচটি প্রকল্পের উপকারভোগীদের অভিমতের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণার আওতায় প্রকল্পগুলোর অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাদের অভিমত অনুযায়ী কোনো প্রকল্পেই সুশাসনের শক্তিশালী উদাহরণ লক্ষ করা যায় নি। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী দু'টি প্রকল্পে মোটামুটি এবং তিনটিতে সুশাসনের দুর্বল চিত্র ফুটে উঠেছে।

৩. সুশাসনের ঘাটতির কারণ

আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকায় দুর্বলতা: বিসিসিএসএপি, ২০০৯ ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এ স্বচ্ছতা, জনঅংশগ্রহণ ও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-তে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও প্রস্তাবনায় উল্লেখিত যৌক্তিকতা কীসের ভিত্তিতে যাচাই করা হবে তার পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা কেন এবং কিসের ভিত্তিতে সংশোধন করা হবে, বিশেষ করে বাজেট ও প্রকল্প কার্যক্রম কমানো হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

স্থানীয় জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও বরাদ্দে অসামঞ্জস্য: প্রকল্প অনুমোদনে ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের প্রভাব রয়েছে। ফলে জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই না করেই কিছু এলাকায় বেশি বাজেটের প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বা বিপদাপন্নতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় লক্ষ করা না গেলেও কিছু এলাকায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিপদাপন্নতার ধরন ও বরাদ্দেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খরাপ্রবণ এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প এবং দুর্যোগবিহীন এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানমূহের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেই এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে জলবায়ু প্রকল্প তদারকিতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কিংবা স্বাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু প্রকল্প মূল্যায়নের কথা থাকলেও সেক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। জনবল সংকট ও অধিদপ্তর পরিবর্তন হওয়ার কারণে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প নিরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এছাড়া

বিসিসিটির জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা তৈরি বিষয়ক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা এবং জনবলের ঘাটতি রয়েছে ফলে কার্যকর সুসমন্বয় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় ঘাটতি লক্ষণীয়।

প্রকল্প পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা: প্রকল্প এলাকার বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা না করে বিসিসিটি কর্তৃক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অর্থের সীমাবদ্ধতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে কর্মসূচি ও বাজেট কমানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিদ্যমান তহবিল দিয়ে বেশি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

বিসিসিটির কাজের পরিধি নির্ধারণে দুর্বলতা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিসিসিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির চেয়ে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিসিসিটির কাজের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না।

৪. সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

প্রকল্পের ফলাফল কার্যকর না হওয়া: গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতির কারণে প্রকল্পের ফলাফল কার্যকর না হওয়ায় স্থানীয় জনগণ অসন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং বর্জ্য ট্রান্সফার স্টেশন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আরেকটি প্রকল্পে জমি মালিকের আপত্তির কারণে ড্রেন নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় তা মানুষের কোনো উপকারে আসছে না। অন্য একটি প্রকল্পে দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণের পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য পরিবারভিত্তিক জলাধার নির্মাণ করলেও তা কেবল দু'সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণে সক্ষম। ফলে তা পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া আরেকটি প্রকল্পে বিদ্যালয় কাম আশ্রয়কেন্দ্র বিরোধপূর্ণ জায়গায় নির্মাণ করায় শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণ জলবায়ু তহবিলের প্রত্যাশিত মাত্রায় সুফল হতে বঞ্চিত।

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল নিয়ে শঙ্কা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার মূল কারণ নদীর নাব্যতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট এবং অপরিকল্পিত শহরায়ন হলেও সেগুলোর সমাধানে উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। ফলে পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা তৈরি করে জলাবদ্ধতার সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মাথায় রেখে নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরির বিষয়টি নিয়ে সংশয়: প্রকল্প বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কাউন্সিলরকে বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত না করায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরি পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না ।

৫. উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় জলবায়ু অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের মধ্যে নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পে সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। সুশাসনের সূচকসমূহের মধ্যে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন ও কার্য-সম্পাদন দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা বেশিমাত্রায় লক্ষণীয়। এছাড়া সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত রয়েছে। জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দের মধ্যে অসমাঞ্জস্য রয়েছে। অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে জলবায়ু প্রকল্পের বাজেট কমানোর যুক্তি দেখানো হয়। পাশাপশি বিদ্যমান তহবিল দিয়ে বেশি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতার কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় গুণগত ও টেকসই সমাধান গুরুত্ব পাচ্ছে না। এছাড়া বত©মান গবেষণার অধীন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ প্রকল্পই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু তহবিল ব্যবহার করে নিয়মিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে এবং জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনা না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নীতিমালা ও আইনি দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি, স্থানীয় জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং তহবিল বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং সুদূরপ্রসারী ও সুসংগঠিত পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পগুলো কাঙ্খিত ফলাফল তৈরিতে সক্ষম হচ্ছে না।

৬. সুপারিশ

বিসিসিটি অর্থায়নে স্থানীয় সরকার কতৃ©ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতি বিবেচনায় টিআইবির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হলো:

সুপারিশ	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**
বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন: জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই এমন ব্যক্তিদের নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে হবে	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বিসিসিটি তহবিল বৃদ্ধি: জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নিশ্চিত করার জন্য বিসিসিটি তহবিল বাড়াতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
স্থানীয় জলবায়ু ঝুঁকি যথাযথভাবে যাচাই করে প্রকল্প অনুমোদন: জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই করে তার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি: জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিসিসিটি

বিসিসিটির ভূমিকা পরিমার্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: শুধু তহবিল ব্যবস্থাপনা নয়; বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদারকিতে বিসিসিটির ভূমিকা স্পষ্ট করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করতে হবে	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
নীতিমালা, আইন ও নির্দেশিকা পরিমার্জন: চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর সম্পৃক্ততা তৈরি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন এবং কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থাসমূহ অবশ্যপালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়
তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতকরণ: ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উন্মুক্ত করার সাথে সাথে প্রকল্প এলাকায় দরপত্র, প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়নকৃত এলাকা, বাজেট, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বিলবোড© ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে উন্মুক্ত করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিসিসিটি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
কার্যকর জবাবদিহিতা ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয়: জবাবদিহিতার মানদন্ড, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় জনবল বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তদারকিতে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	বিসিসিটি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ